জাতীয় সংসদে উত্থাপনীয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (সংশোধন) আদেশ ১৯৭২ (পি ও নং-২৮/১৯৭২) এর অধিকরতর সংশোধন কল্পে আনীত

বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (সংশোধন) আদেশ, ১৯৭২ (পি ও নং-২৮/১৯৭২) এর অধিকরতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামঃ** এই আইন বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (সংশোধন) আইন, ২০১৫ হিসাবে অভিহিত হইবে।

২। রাষ্ট্রপতির আদেশ-২৮/১৯৭২ এর আনুচ্ছেদ ৪ এর সংশোধনঃ- বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন আদেশ,১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ-২৮/১৯৭২) অনুচ্ছেদ ৪ এর উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর পরিবর্তে নিম্নরুপ ভাবে উপ-অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

"(১) করপোরেশনের অনুমেদিত মুলধন হইবে ২০০ কোটি টাকা যাহা প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের ২,০০,০০,০০০ শেয়ারে বিভক্ত হইবে যাহার মধ্যে সরকার কমপক্ষে শতকরা ৫১ ভাগ শেয়ার ধারণ করিবে অবশিষ্ট শেয়ার সরকার কর্তৃক নির্ধারিত উপায়ে এবং সময়ে জনগণ কর্তৃক ক্রয়ের জন্য প্রস্তাব করা হইবে"।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (সংশোধন) আদেশ ১৯৭২ (পি ও নং-২৮/১৯৭২) এর অনুচ্ছেদ ৪ ধারা (১) ১৩ এপ্রিল, ১৯৭৬ ও ৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯ এ দুইবার সংশোধন করা হয়। উক্ত দুইটি সংশোধনী ১৯৭৫ সালের আগষ্ট'১৫ হইতে ১৯৭৯ সালের এপ্রিল'৯ পর্যন্ত এবং ১৯৮২ সালের মার্চ'২৪ হইতে ১৯৮৬ সালের নভেম্বর ১০ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারি হওয়ায় মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল নং-১০৪৪-১০৪৫/২০০৯ এ প্রদত্ত রায়ে সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯ (১৯৭৯ সনের ১নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় সামরিক শাসন বলে জারিকৃত উপর্যুক্ত দুইটি অধ্যাদেশ কার্যকারিতা হারায়। উক্ত অধ্যাদেশ ও উহাদের অধীন প্রনীত বিধি আদেশ বলে ইতোমধ্যে কৃত কাজকর্ম, গৃহীত ব্যবস্থা বা কার্যধারা সমূহের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখিবার নিমিত্তে বিভিন্ন সময়ে সরকারী ও বৈদেশিক ঋণ এবং ঋণের সুদ ইক্যুইটিতে রূপান্তর করিবার ফলে এবং সেই সাথে বর্তমান সময়ের চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে সংস্থার অনুমোদিত মূলধন ৫ (পাঁচ কোটি) টাকা হইতে ২০০ (দুইশত কোটি) টাকায় উন্নীত করিবার বিধান করিবার জন্য এই বিলে প্রস্তাব করা হইয়াছে।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন করপোরেশন আদেশ, ১৯৭২
রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের ২৮ নং আদেশ

যেহেতু উপকূলীয় ও অভ্যন্তরীণ শিপিং এবং নৌ-পরিবহন সেবা পরিচালন, প্রবর্ধন ও উন্নয়নের জন্য একটি করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করা ও পূর্ব পাকিস্তান শিপিং করপোরেশন এবং বাংলাদেশে উপকূলীয় ও অভ্যন্তরীণ শিপিং ও নৌ-পরিবহন ব্যবসায়ে নিয়োজিত কিছু কোম্পানি, ফার্ম ও ব্যক্তির সম্পদ ও দায় উক্ত করপোরেশনে ন্যস্ত করাসহ এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বা সম্পৃক্ত বিষয়ে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা এবং তৎসহ বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান আদেশ, ১৯৭২ এর আলোকে রাষ্ট্রপতি এইমর্মে তাঁহাকে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নিম্নরূপ আদেশ জারি করিলেন ঃ-

১। (১) এই আদেশ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন করপোরেশন আদেশ, ১৯৭২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আদেশে -

(ক) 'সম্পদ' অর্থ সকল অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এবং প্রাধিকার, জমি, ইমারত, কারখানা, কর্মশালা, নৌ-নির্মাণশালা, নৌ-যান, নগদ তহবিল, ব্যাংক আমানত, মজুদ তহবিল, বিনিয়োগসহ সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এবং এহেন সম্পত্তিতে প্রাপ্য বা এহেন সম্পত্তি হইতে উদ্ভুত অন্য সকল অধিকার ও স্বার্থ এবং সকল হিসাবের বহি, রেজিষ্টার, রেকর্ড এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার দলিল;

(খ) 'পর্ষদ' অর্থ করপোরেশনের পরিচালনা পর্ষদ;

(গ) 'চেয়ারম্যান' অর্থ পর্ষদের চেয়ারম্যান;

(ঘ) 'করপোরেশন' অর্থ এই আদেশের অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন করপোরেশন;

(ঙ) 'পরিচালক' অর্থ করপোরেশনের একজন পরিচালক;

(চ) 'পূর্ব পাকিস্তান শিপিং করপোরেশন' অর্থ পূর্ব পাকিস্তান শিপিং করপোরেশন অধ্যাদেশ ১৯৬৪ (E.P. Ord. No. 111 of 1964) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান শিপিং করপোরেশন;

(ছ) 'সরকার' অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার;

(জ) 'নির্ধারিত' অর্থ এই আদেশের অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

(ঝ) 'নৌ-যান' অর্থ সচরাচর উপকূলীয় বা অভ্যন্তরীন জলপথে চলাচলকারী এবং সম্পূর্ণ বা অংশত বাষ্প, বিদ্যুৎ বা অন্য যান্ত্রিক শক্তি-চালিত যে কোন প্রকারের নৌ-যান এবং তৈলবাহী ট্যাংকার, টাগ, ডাম্ব বার্জ এবং যন্ত্রচালিত নহে, কিন্তু যন্ত্রচালিত নৌ-যান দ্বারা বাহিত বা ঠেলিয়া নেওয়া যে কোন জলযানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। তবে ইহার অন্তর্ভুক্ত নহে -

(অ) কাঠের খোল বিশিষ্ট যে কোন জলযান;

(আ) যাত্রীবাহী লঞ্চ; এবং

(ই) ১৫০ টনের কম ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন মালবাহী লঞ্চ;

৩। (১) এই আদেশ কার্যকর হইবার সংগে সংগে, এই আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন নামে একটি করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) করপোরেশন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আদেশের বিধান সাপেক্ষে ইহার স্থাবর ও অস্থাবর, উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং করপোরেশন ইহার নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) করপোরেশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় স্থাপিত হইবে।

৪। (১) করপোরেশনের অনুমোদিত মূলধন হইবে পাঁচ কোটি টাকা, যাহা করপোরেশনের প্রয়োজন অনুযায়ী সময় সময় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকার যোগান দিবে।

(২) ১ নং উপ-অনুচ্ছেদে যাহাই থাকুক না কেন, করপোরেশন তাহার সকল বা যে কোন কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে ঋণ বা অনুদান বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য যে কোন উপায়ে স্বতন্ত্র মূলধন গড়িয়া তুলিতে পারিবে।

৫। (১) এই আদেশের অধীনে প্রণীত বিধি ও প্রবিধান সাপেক্ষে করপোরেশনের বিষয়াবলী ও ব্যবসার সামগ্রিক পরিচালনা ও প্রশাসনের ভার একটি পর্ষদের উপর ন্যস্ত হইবে এবং করপোরেশন যেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্য ও বিষয়াদি সম্পাদন করিতে পারিবে, উক্ত পর্ষদও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্য ও বিষয়াদি সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) পর্ষদ ইহার কার্য নির্বাহের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে জনস্বার্থের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি রাখিয়া বাণিজ্যিক বিবেচনার ভিত্তিতে কাজ করিবে এবং জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নীতির ক্ষেত্রে সরকার সময় সময় যেই সকল নির্দেশনা প্রদান করিবে তাহার দ্বারা পরিচালিত হইবে।

৬। (১) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন চেয়ারম্যান এবং অনধিক চারজন পরিচালক সমন্বয়ে পর্ষদ গঠিত হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, পূর্ণাঙ্গ পর্ষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারম্যান করপোরেশনের ক্ষমতা প্রয়োগ, কার্য সম্পাদন এবং দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) কেবলমাত্র কোন পদের শূন্যতা বা পর্ষদ গঠনে কোন ত্রুটির কারণে পর্ষদের কোন কাজ বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না।

৭। (১) চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য পরিচালকগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং সরকার নির্ধারিত মেয়াদ ও শর্তে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) চেয়ারম্যান করপোরেশনের একজন পূর্ণকালীন কর্মকর্তা এবং প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(৩) সরকার অন্য পরিচালকগণের মধ্য হইতে তিনজনকে করপোরেশনের পূর্নকালীন কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করিবেন।

(৪) চেয়ারম্যান এবং অন্য পূর্ণকালীন পরিচালকগণ অন্য কোন করপোরেশন বা কোম্পানীতে করপোরেশনের প্রতিনিধি হিসাবে পরিচালকের পদে আসীন না থাকিলে, তাহারা উক্ত পদ পরিত্যাগ করিবেন।

৮। কোন ব্যক্তি পরিচালক হইবেন না বা পরিচালক থাকিবেন না, যিনি -

(ক) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া সাব্যস্ত হন বা কোন সময় হইয়াছেন; অথবা

(খ) পাগল বা মানসিকভাবে অপ্রকৃতস্থ বিবেচিত হন; অথবা

(গ) এইরূপ কোন অপরাধের জন্য সাজাপ্রাপ্ত হন বা হইয়াছেন যাহা সরকারের বিবেচনায় নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধ; অথবা

(ঘ) চেয়ারম্যান কর্তৃক কিংবা চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক মঞ্জুরকৃত ছুটি ব্যতীত পরপর পর্ষদের তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন।

৯। চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য পরিচালকগণ তাহাদের জন্য নির্ধারিত ক্ষমতা প্রয়োগ, কার্যাবলী সম্পাদন এবং দায়িত্ব পালন করিবেন।

১০। (১) বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত সময় ও স্থানে পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে;
তবে শর্ত থাকে যে, আবশ্যক বোধ করিলে চেয়ারম্যান অন্যভাবেও পর্ষদের সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

(২) চেয়ারম্যানসহ কমপক্ষে তিনজন পরিচালকের উপস্থিতিতে পর্ষদের সভায় কোরাম গঠিত হইবে।

(৩) পর্ষদের সভায় উপস্থিত প্রত্যেক পরিচালকের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

(৪) কোন পরিচালক এমন কোন বিষয়ে ভোট প্রদান করিবেন না যাহাতে তাহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে।

(৫) যদি কোন কারণে চেয়ারম্যান পর্ষদের সভায় উপস্থিত থাকিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে চেয়ারম্যানের নিকট হইতে লিখিতভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত একজন পরিচালক সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

১১। পর্ষদ ইহার কার্যাবলী সূচারুরূপে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজন মনে করিলে এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

১২। (১) করপোরেশনের কাজ হইবে উপকূলীয় ও অভ্যন্তরীন জলপথসমূহে দক্ষ নৌ-যোগাযোগ ও নৌ-পরিবহন সেবা প্রদান করা এবং এই ধরনের নৌ-যোগাযোগ ও নৌ-পরিবহন সেবার সহিত সংশ্লিষ্ট ও আনুষঙ্গিক সকল ধরনের কর্মকান্ড পরিচালনা করা।

(২) পূর্ববর্তী বিধানের সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়াও করপোরেশনের বিশেষ করিয়া নিম্ন লিখিত ক্ষমতাসমূহ থাকিবে -

(ক) নৌ-যান সংগ্রহ করিবার, ভাড়া দেওয়ার, দখলে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার;
(খ) অভ্যন্তরীন ও উপকূলীয় তেলবাহী ট্যাঙ্কার পরিচালনা করিবার;
(গ) উপকূলীয় ও অভ্যন্তরীন জলভাগে লাইটারেজসহ মালামাল ও যাত্রী পরিবহন সেবা প্রদান করিবার;
(ঘ) ফেরি সার্ভিস পরিচালনা করিবার;
(ঙ) নৌ-নির্মাণশালা ও মেরামত কারখানা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবার;

(চ) (ক) হইতে (ঙ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট ও আনুষঙ্গিক সকল কিছু করিবার;

১৩। করপোরেশন যে কোন তফসিলী ব্যাংকে আমানতি হিসাব খুলিতে পারিবে।

১৪। করপোরেশন নির্ধারিত সরকারী সিকিউরিটিতে বা অন্য কোন নির্ধারিত পন্থায় ইহার তহবিল বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

১৫। সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে করপোরেশন বাংলাদেশী বা বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ গ্রহন করিতে পারিবে।

১৬। (১) করপোরেশন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সাধারণ নির্দেশনার আলোকে এবং নির্ধারিতরূপে যথাযথভাবে হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং লাভ ক্ষতির হিসাব ও স্থিতিপত্রসহ বার্ষিক হিসাব বিবারণী প্রস্তুত করিবে।

(২) The Chartered Accountants Ordinance, 1961 (Ordinance x of 1961) - এর অধীনে চাটার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসাবে স্বীকৃত কমপক্ষে দুই জন চাটার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহারা নিরীক্ষক হিসাবে করপোরেশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীনে নিযুক্ত প্রত্যেক নিরীক্ষককে করপোরেশনের বার্ষিক স্থিতিপত্র এবং অন্যান্য হিসাবের একটি করিয়া অনুলিপি প্রদান করা হইবে এবং তিনি উহার সহিত সংশ্লিষ্ট হিসাব ও ভাউচারসহ তাহা পরীক্ষা করিবেন; এবং করপোরেশন কর্তৃক রক্ষিত সকল বহির একটি তালিকা তাহাকে সরবরাহ করা হইবে এবং যে কোন যুক্তিযুক্ত সময়ে তিনি করপোরেশনের বহি, হিসাব এবং অন্যান্য দলিলাদি পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ হিসাব সংশ্লিষ্ট বিষয়ে করপোরেশনের যে কোন পরিচালক বা কর্মকর্তাকে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৪) নিরীক্ষকগন বার্ষিক স্থিতিপত্র ও হিসাব সম্পর্কে সরকারের নিকট প্রতিবেদন পেশ করিবেন এবং তাহাদের প্রদত্ত প্রতিবেদনে এই মর্মে উল্লেখ করিবেন যে, তাহাদের মতে স্থিতিপত্রে সকল প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে কিনা এবং ইহা যথাযথভাবে প্রস্তুতকৃত কিনা, যাহাতে উক্ত প্রতিবেদনে করপোরেশনের বিষয়াদির একটি প্রকৃত ও নির্ভুল চিত্র প্রতিফলিত হয় এবং তাহারা পর্ষদের নিকট কোন ব্যাখ্যা বা তথ্য তলব করিয়াছেন কিনা, করিয়া থাকিলে উহা প্রদান করা হইয়াছে কিনা এবং উহা সন্তোষজনক কিনা।

(৫) সরকার যেই কোন সময়ে নিরীক্ষকগনকে সরকার ও করপোরেশনের পাওনাদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য করপোরেশন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের পর্যাপ্ততা অথবা করপোরেশনের বিষয়াদি নিরীক্ষায় তাহাদের অনুসৃত পদ্ধতির পর্যাপ্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং যেই কোন সময়ে নিরীক্ষার পরিধি বিস্তার বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে অথবা যদি সরকার মনে করে যে, সরকারের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নিরীক্ষাকার্যে ভিন্নরূপ পদ্ধতি গ্রহণ করা বা অন্য কোনরূপ পরীক্ষা প্রয়োজন, তাহা হইলে নিরীক্ষকগণকে উক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করতে কিংবা নিরীক্ষকগণ বা অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের দ্বারা উক্তরূপ পরীক্ষার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১৭। (১) করপোরেশন সময় সময় সরকারের চাহিদা মোতাবেক রির্টান, প্রতিবেদন এবং বিবরণী সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

(২) করপোরেশন প্রতি অর্থ বৎসর শেষে যথা শীঘ্র সম্ভব অনুচ্ছেদ ১৬ এর অধীন নিরীক্ষকগণ কর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীসহ উক্ত বৎসরে কপোরেশনের কার্যক্রম এবং পরবর্তী অর্থ বৎসরের জন্য ইহার প্রস্তাব সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) অনুসারে সরকারের নিকট দাখিলকৃত নিরীক্ষিত হিসাব ও বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে এবং আইনসভায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

১৮। করপোরেশন প্রত্যেক অর্থ-বৎসরের জন্য প্রাক্কলিত আয় ও ব্যয় এবং উক্ত বৎসরে সরকারের নিকট হইতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইতে পারে তাহার উল্লেখ পূর্বক প্রত্যেক বৎসর নির্ধারিত ফর্মে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বার্ষিক বাজেট বিবরণী নামে একটি বিবরনী অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে।

১৯। অনাদায়ী ও সন্দেহজনক দেনা, পরিসম্পদের অবচয় এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা রাখিবার পর করপোরেশন ইহার নীট বার্ষিক মুনাফা হইতে একটি মজুদ তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং অবশিষ্ট উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারকে প্রদান করা হইবে।

২০। পর্ষদ লিখিতভাবে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ বলে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, উক্ত আদেশে সুনিষ্টিভাবে উল্লেখিত করপোরেশনের ক্ষমতাসমূহ কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে এবং কোন্ কোন্ শর্তে করপোরেশনের চেয়ারম্যান কিংবা উক্ত আদেশে বর্ণিত কোন পরিচালক বা কর্মকর্তাও প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

২১। (১) নিজের ভুল বা বেআইনী কাজ ব্যতিত অন্য কোন কারণে কোন পরিচালক তাহার দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া কোন ক্ষয়ক্ষতি বা লোকসানের সম্মুখীন হইলে করপোরেশন উক্তরূপ ক্ষয়ক্ষতি বা লোকসানের জন্য তাহাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

(২) করপোরেশনের অন্য কোন পরিচালক কিংবা কর্মকর্তা, কনসালট্যান্ট, উপদেষ্টা, নিরীক্ষক বা কর্মচারীর কাজের জন্য কিংবা করপোরেশনের পক্ষে অর্জিত বা গৃহীত কোন সম্পত্তি বা সিকিউরিটির মূল্য বা স্বত্বের অপর্যাপ্ততা বা ঘাটতির কারণে কিংবা নিজের দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্য দ্বারা করপোরেশনের কোন ক্ষয়ক্ষতি বা লোকসান হইলে উহার জন্য কোন পরিচালক ব্যাক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন না।

২২। কোম্পানীর অবসায়ন সম্পর্কিত আইনের কোন বিধান করপোরেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না এবং সরকারের আদেশ ব্যতীত ও সরকার কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনভাবে করপোরেশনের অবসায়ন হইবে না।

২৩। (১) বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইন, সংঘস্মারক বা সংঘবিধি বা দলিলে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অত্র আদেশ কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে -

(ক) পূর্ব পাকিস্তান শিপিং করপোরেশন এবং পাকিস্তান রিভার ষ্টিমার্স লিমিটেডের সকল সম্পদ করপোরেশনে হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) পূর্ব পাকিস্তান শিপিং করপোরেশন এবং পাকিস্তান রিভার ষ্টিমার্স লিমিটেডের সকল ঋণ, দায়, দায়িত্ব ও চুক্তি করপোরেশনের নিকট হস্তান্তরিত হইবে এবং ঐ সকল ঋণ, দায়, দায়িত্ব ও চুক্তি করপোরেশনের ঋণ, দায়, দায়িত্ব ও চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) উপকূলীয় বা অভ্যন্তরীণ শিপিং বা নৌ-পরিবহন ব্যবসায় নিয়োজিত সরকারী বা বেসরকারী লিমিটেড কোম্পানী বা ফার্ম বা ব্যক্তি এবং বিশেষ করিয়া এই আদেশের তফসিলে উল্লেখিত কোম্পানী সমূহের যেই সকল সম্পদ বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তি) আদেশ, ১৯৭২ (P.O.No. 16 of 1972) - এর অধীনে সরকারের উপর ন্যস্ত হইয়াছে সেই সকল সম্পদ করপোরেশনে হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত আদেশের অনুচ্ছেদ ৯ এর অধীনে সেই সকল সম্পদের বিপরীতে উক্তরূপ কোম্পানী, ফার্ম বা ব্যক্তির যেই দায় নিরুপিত হইবে তাহা করপোরেশনের দায় বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঘ) পূর্ব পাকিস্তান শিপিং করপোরেশন এবং পাকিস্তান রিভার ষ্টিমার্স লিমিটেড কর্তৃক দায়েরকৃত বা উহাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা বা অন্যান্য আইনগত কার্যধারা করপোরেশন কর্তৃক দায়েরকৃত বা করপোরেশনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে এবং সেই সকল মামলা বা কার্যধারা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় চলিবে।

২৪। অনুচ্ছেদ ২৩ এর অধীনে করপোরেশনের নিকট কোন কোম্পানি, ফার্ম বা ব্যক্তির হস্তান্তরিত সম্পদ এবং দায় নিরুপনের পর যদি দেখা যায় যে, হস্তান্তরিত সম্পদের মূল্য দায় অপেক্ষা অধিক তাহা হইলে ঐরূপ আধিক্যের ব্যাপারে সরকার যাহাকে উপযুক্ত মনে করিবে তাহাকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণে ক্ষতিপূরন প্রদান করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, যেই সকল সম্পদ ইতিমধ্যে অন্য কোন আইনের দ্বারা বা অধীনে সরকারের উপর ন্যস্ত হইয়াছে সেই সকল সম্পদের জন্য কোন ক্ষতিপূরন প্রদান করা হইবে না।

২৫। (১) করপোরেশন ইহার কার্যাবলী সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজন মনে করিলে করপোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা, কনসালট্যান্ট, উপদেষ্টা, নিরীক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) পূর্ব পাকিস্তান শিপিং করপোরেশন বা পাকিস্তান রিভার ষ্টিমার্স লিমিটেড বা অনুচ্ছেদ ২৩ এর অধীনে যে সকল কোম্পানী, ফার্ম বা ব্যক্তির সম্পদ করপোরেশনের উপর ন্যস্ত হইয়াছে, উহাদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগনের মধ্য হইতে করপোরেশন যাহাদেরকে নির্ধারণ করিবে তাহাদেরকে করপোরেশনে নিয়োগ দিতে পারিবে।

(৩) বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইন বা চাকুরীর শর্ত সম্পর্কিত বিধি, প্রবিধান বা চুক্তিতে অন্য যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-অনুচ্ছেদ ২ এর অধীনে নিয়োগ প্রাপ্ত ব্যক্তিগন করপোরেশন কর্তৃক নিধারিত শর্তে চাকুরী করিবেন।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ ৩ এর অধীনে করপোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত চাকুরীর শর্ত যদি কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নিকট গ্রহনযোগ্য না হয়, তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর করপোরেশনের অধীনে চাকুরী না করার স্বাধীনতা থাকিবে।

২৬। এই আদেশের বিধানাবলী কার্যকর করিবার লক্ষ্যে সরকার সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৭। (১) এই আদেশের বিধানাবলী কার্যকর করিবার লক্ষ্যে যেই সকল বিষয়ে বিধানাবলী প্রণয়ন করা প্রয়োজন এবং সুবিধাজনক সেই সকল বিষয়ে করপোরেশন সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে এই আদেশ ও বিধির সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ নয় এইরূপ প্রবিধান প্রনয়ন করিতে পারিবে।

(২) এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত সকল প্রবিধান সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবে এবং প্রকাশের সময় হইতে কার্যকর হইবে।

২৮। The East Pakistan Shipping Ordinance, 1964 (E.P. Ord. No. III of 1964), এতদদ্বারা রহিত করা হইল।